ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন ২০২৬

প্রকাশক: অধিকার

প্রকাশকাল: ৩০ জুলাই ২০২৬

মুখবন্ধ

অধিকার ২০২৬ সালের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করলো। *অধিকার* এর মূল লক্ষ্য হলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো তুলে ধরে রাষ্ট্রকে এই ধরনের লঙ্ঘন থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টির মধ্যে ২০৯টি আসনে বিজয়ী হওয়ার পর ১৭ ফেব্রুয়ারি বিএনপি সরকার গঠন করে। ৩০ জুন পর্যন্ত এই সরকার সাড়ে চার মাস ধরে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে।

অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি প্রকাশনার সময় পর্যন্ত *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনের সময়কালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির একটি সারসংক্ষেপ এই প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

১. নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হওয়ার পর বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা ২০টি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ সংসদে পাশ করেনি। ফলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, দুর্নীতি দমন কমিশন অধ্যাদেশ, সুপ্রিমকোর্ট সচিবালয় ও সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ এবং পুলিশ সংস্কার কমিশন অধ্যাদেশগুলো বাতিল হয়ে যায়। এই প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়াকালীন সময় পর্যন্ত সরকার প্রতিষ্ঠানিক সংস্কারের লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই।

২. গণভোটের পক্ষে ৬৯% মানুষ রায় দিলেও বিএনপি সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ না নেয়ায় সংবিধান সংস্কার স্থগিত হয়ে যায়। ফলে জনগণের অভিপ্রায় এবং আকাঙ্খা অনর্জিত রয়ে গেছে।

৩. ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতার অভিযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে বিএনপি নেতা-কর্মীদের অন্তর্দলীয় কোন্দলের কারণে হতাহতের ব্যাপক ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সহিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অধিকার বহুদিন ধরে উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছে যে রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রতিবছর অনেক মানুষ হতাহতের শিকার হয়েছেন এবং হচ্ছেন। ব্যক্তি, সমাজ, দেশ তথা গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক সহিংসতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলোকে সহিংসতা বন্ধ করেই তাদের কার্যক্রম চালাতে হবে।

৪. এই সময়ে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক গুলি করে হত্যা, হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যু এবং গুমের ঘটনার তথ্য পাওয়া গেছে।

৫. এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী ও সরকারী দলের নেতাদের সমালোচনা করায় বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী এবং সাধারণ মানুষকে গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে সাংবাদিকরাও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালন করার সময় এবং সংবাদ প্রকাশের কারণে সাংবাদিকদের ওপর দুর্বৃত্ত ও সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের নিপীড়নের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৬. এই তিন মাসে বকেয়া বেতন পরিশোধ ও কারখানা খুলে দেয়াসহ বিভিন্ন দাবিতে এবং শ্রমিক ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে।

৭. এই তিন মাসে ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মাজারের ওপর আক্রমনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৮. কারাগারগুলোতে দুর্নীতি ও বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম অব্যাহত রয়েছে। অতিরিক্ত বন্দির চাপে সৃষ্ট অমানবিক পরিবেশে বন্দিদের বসবাস করতে বাধ্য হতে হয়েছে। এছাড়া স্থায়ী চিকিৎসকের অভাবে বন্দিরা প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

৯. এই তিন মাসেও বিভিন্ন আদালতে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার প্রবনতা অব্যাহত ছিল। আপিল শুনানির ধীরগতির কারণে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিরা বছরের পর বছর কনডেমড্ সেলে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন।

১০. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থার সংকট থাকায় এই তিন মাসেও গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যার ঘটনা অব্যাহত ছিল।

১১. এই সময়ে সারা দেশে নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক ও এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এরমধ্যে ব্যাপকভাবে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে শিশু ধর্ষণ উল্লেখযোগ্য।

১২. এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী গুলি করে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করেছে এবং বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পুশইন করেছে এবং তা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

সূচীপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি - জুন ২০২৬ .... ২
প্রথম অধ্যায়: ১
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ১
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ১
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ১
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ২
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ৩
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক নির্যাতন এবং মৃত্যু, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব ৪
গুম ৫
মৃত্যুদণ্ডের বিধান ও মানবাধিকার ৬
কারাগার ও বন্দীদের মানবাধিকার ৭
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিবর্তনমূলক আইন ৮
দ্বিতীয় অধ্যায়: ৯
মানবাধিকার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ৯
রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন ৯
বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল ১১
আওয়ামী লীগের সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন ১৩
বিএনপি ও অন্যান্য দলের সংহিসতা ১৪
সভা-সমাবেশের অধিকার ১৫
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ১৬
গণপিটুনী দিয়ে হত্যা ১৭
নারীর প্রতি সহিংসতা ১৮
ধর্ষণ ১৮
উত্যক্তকরণ ১৯
যৌতুক সহিংসতা ১৯
শ্রমিকদের অধিকার ২০
অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অবস্থা ২০
কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ২০
তৈরি পোশাক শিল্প ২১
ধর্মীয় স্বাধীনতা ২১
তৃতীয় অধ্যায়: ২২
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ২২
বিএসএফ কর্তৃক হত্যা-নির্যাতন ২২
অবৈধ পুশইন ২৪
চতুর্থ অধ্যায়: ২৫
সুপারিশসমূহ ২৫

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি - জুন ২০২৬

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান : জানুয়ারি - জুন ২০২৬*									
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		অন্তর্বর্তী সরকার		বিএনপি সরকার					
		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি (১-১৭)	ফেব্রুয়ারি (১৮-২৮)	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	নির্যাতনে মৃত্যু	২	১	০	০	০	০	১	৪
	পিটিয়ে হত্যা	১	০	০	০	১	০	০	২
	গুলিতে নিহত	০	০	০	০	০	১	০	১
	মোট	**৩**	**১**	**০**	**০**	**১**	**১**	**১**	**৭**
গুম		০	০	০	০	১	০	০	**১**
কারাগারে মৃত্যু		৭	৩	৪	৭	২	৭	৭	**৩৭**
মৃত্যুদণ্ডাদেশ		২৬	৯	৩	৯	৩৫	১৯	১৬	**১১৭**
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	০	০	০	২	৪	১	**৮**
	বাংলাদেশী আহত	১	০	০	১	১	০	২	**৫**
	পুশ ইন	১৭	০	০	০	০	১০	০	**২৭**
	মোট	**১৯**	**০**	**০**	**১**	**৩**	**১৪**	**৩**	**৪০**
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৩	২	৭	১৮	৬	২	৯	**৪৭**
	লাঞ্ছিত	০	১	০	৩	৫	০	০	**৯**
	হুমকি	১	১	০	০	২	১	৪	**৯**
	মামলা	০	০	০	৯	১	০	৬	**১৬**
	অপহরণ	০	২১	০	০	০	০	০	**২১**
	আক্রমণ	০	০	০	০	০	৩	১	**৪**
	মোট	**৪**	**২৫**	**৭**	**৩০**	**১৪**	**৬**	**২০**	**১০৬**
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	১০	১	৭	২০	১৫	১০	১৬	**৭৯**
	আহত	২৬১	১২	৭১	৩৮১	৪২৯	২২৬	৩১৫	**১৬৯৫**
	মোট	**২৭১**	**১৩**	**৭৮**	**৪০১**	**৪৪৪**	**২৩৬**	**৩৩১**	**১৭৭৪**
নির্বাচনী সহিংসতা	নিহত	৩	৬	০	৪	০	০	০	**১৩**
	আহত	৩৭৫	৮২৩	৮১	৮৯	০	০	০	**১৩৬৮**
	মোট	**৩৭৮**	**৮২৯**	**৮১**	**৯৩**	**০**	**০**	**০**	**১৩৮১**
যৌতুক সহিংসতা	নিহত	১	০	০	৩	৪	৫	১	**১৪**
	শারিরীক সহিংসতা	২	১	৩	৭	৩	৫	২	**২৩**
	আত্মহত্যা	০	০	০	০	০	১	২	**৩**
	মোট	**৩**	**১**	**৩**	**১০**	**৭**	**১১**	**৫**	**৪০**
ধর্ষণ	মেয়ে শিশু (১৮ বছরের নিচে)	২৩	১০	৫	২৪	৪০	৫৮	৬৩	**২২৩**
	প্রাপ্ত বয়স্ক নারী	১৬	৫	৮	২২	৪৮	২৭	১৮	**১৪৪**
	মোট	**৩৯**	**১৫**	**১৩**	**৪৬**	**০**	**০**	**০**	**৩৬৭**
উত্যাক্তকরণ/যৌন হয়রানি		৪	১	১	২	০	৫	১২	**২৫**
গণপিটুনীতে মৃত্যু		৬	২	৩	৮	৮	১৩	১২	**৫২**

* অধিকার ডকুমেন্টেশন

প্রথম অধ্যায়ঃ

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

১. শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে তার অনুগত দলীয় ব্যক্তিদের বিচার বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয় এবং বিচার বিভাগকে ব্যবহার করে বিরোধীদলের নেতা-কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন চালানো হয়। গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগের জন্য সুপ্রিম কোর্ট বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং এই লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ জারি করে। সেই মোতাবেক সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তা সংসদে বিল আকারে উপস্থাপন না করায় অধ্যাদেশ দুইটি স্বংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায়। গত ১৯ মে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিলুপ্ত করার রাষ্ট্রপতির আদেশের প্রজ্ঞাপন জারি করে আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ।[১]

২. এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ দুইটি বাতিলের মাধ্যমে বিচার বিভাগকে কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের মতোই আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানের কাঠোমোয় ফিরিয়ে নেয়া হলো। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২, ৯৪(৪) এ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলা আছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

৩. ফ্যাসিবাদী হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। বিরোধীদলের নেতা-কর্মী, ভিন্নমতাবলম্বী এবং সাধারণ নাগরিকরা বিচারিক হয়রানি, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গণগ্রেপ্তার ও নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের শিকার হলেও তৎকালীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই ব্যাপারে তখন নিশ্চুপ ছিল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যাতে দলীয় আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয় এবং একটি শক্তিশালী মানবাধিকার কমিশন হিসেবে কাজ করতে পারে সেই লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছিল। কিন্তু বিএনপি সরকার অধ্যাদেশটি সংসদে বিল আকারে উপস্থাপন না করায় অধ্যাদেশটি বাতিল (ল্যাপসড) হয়ে যায়। গত ১৭ মে বিএনপি সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনের একটা খসড়া নিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, মানবাধিকারকর্মী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। প্রস্তাবিত 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০২৬' এর খসড়াটি কার্যকর হলে এটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের বদলে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থায় পরিণত হতে পারে।

৪. নতুন খসড়ায় এমন কয়েকটি মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে উল্লেখ ছিল যে, কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হবে এবং এটি সরকারের কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীনে থাকবে না। প্রস্তাবিত খসড়া আইন থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে কমিশনের ওপর নির্বাহী বিভাগের প্রত্যক্ষ প্রভাব বেড়ে যাবে এবং এটি স্বাধীনভাবে কাজ করার সক্ষমতা হারাবে।

---

[১] সমকাল, ২০ মে ২০২৬; https://samakal.com/bangladesh/article/353027/

৫. কমিশনের নিয়োগের জন্য খসড়া আইনে প্রস্তাবিত বাছাই কমিটির যে কাঠামোর কথা বলা হয়েছে, তাতে সরকারিদলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হবে এবং সরকারি সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হবে। খসড়া আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী গঠিত এই বাছাই কমিটিতে জাতীয় সংসদের স্পিকার, দুজন মন্ত্রী, সরকারিদলের একজন সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রীপরিষদ সচিবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬. প্যারিস নীতিমালা অনুযায়ী, কমিশনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং যেকোনো বক্তব্য গ্রহণ ও যেকোনো তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হতে হবে। কিন্তু ২০২৬ সালের বিলের ২০ ধারা নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্য একটি পৃথক প্রক্রিয়া তৈরি করেছে, যা প্রতিটি পর্যায়ে এই দুইটি মৌলিক শর্ত লঙ্ঘন করে।

৭. *অধিকার* মনে করে ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের সঙ্গে তুলনা করলে নতুন খসড়া আইনে এমন কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে, যা একটি স্বাধীন ও কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দীর্ঘদিনের জন-আকাঙ্খার পরিপন্থী এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্যারিস নীতিমালার মানদণ্ডের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

৮. জুলাই আন্দোলনের সময় সারা দেশে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার কর্তৃক গণহত্যাসহ আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে গুম-বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড-নির্যাতনের ঘটনায় মানবতা বিরোধী অপরাধে দায়ের করা আট মামলার ৫৫ জন গুরুত্বপূর্ণ আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে।[২]

৯. গত ৯ এপ্রিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শহীদ আবু সাঈদ হত্যা মামলায় এএসআই (সশস্ত্র) আমির হোসেন এবং কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। ২৮ জন আসামীর মধ্যে তিনজনের যাবজ্জীবন, ৫ জনের ১০ বছরের কারাদণ্ড, ৮ জনকে ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ১১ জনকে ৩ বছরের সাজা প্রদান করে এই ট্রাইব্যুনাল। এরমধ্যে গ্রেফতার রয়েছে ৬ জন এবং ২৪ জন পলাতক রয়েছে।[৩]

১০. গত ২৮ জুন জুলাই গণআন্দোলনের সময় রামপুরায় নির্মাণাধীন ভবনে ঝুলে থাকা এক তরুণকে গুলি করা এবং অন্য দু'জনকে হত্যার মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের মামলায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তৎকালিন পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।[৪]

১১. জুলাই গণহত্যার দায়ে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড ঘিরে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে বলে অপপ্রচার চালায় যুবলীগ নেতা এম এইচ বাবু পাটোয়ারি। এই অভিযোগে গত ১২ এপ্রিল আদালত অবমাননার দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল তাকে তিন মাসের সাজা দেয়। কিন্তু চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম সাজা কমানোর জন্য আদালতের কাছে বার বার অনুরোধ করলে আদালত তার সাজা এক মাস কমিয়ে দেয়।[৫] উল্লেখ্য আওয়ামী লীগ , যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মীরা 'সাইবার

---

[২] আমার দেশ, ২৭ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/court-law/amdkxvcrynpgi
[৩] যুগান্তর, ১০ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/1087157
[৪] নয়াদিগন্ত, ২৯ জুন ২০২৬; https://www.dailynayadiganta.com/printed-edition/mPXw8s51Sc2S
[৫] আমার দেশ, ১৩ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/national/1088365

স্কোয়াড' নামে একটি গোপন গ্রুপ পরিচালনা করে, যার অন্যতম সদস্য বাবু পাটোয়ারি। এই গ্রুপের মূল কাজ হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার চালানো।[৬]

১২. *অধিকার* মনে করে চিফ প্রসিকিউটর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হয়েও আসামীর পক্ষ নিয়ে আদালতের কাছে সাজা কমানোর অনুরোধ করা নজিরবিহীন বিষয়। ফলে পতিত আওয়ামী লীগের আমলে সংগঠিত গুম ও গণহত্যাসহ সকল প্রকার অভিযোগের যে বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চলছে সে বিষয়ে জনমনে সংশয় তৈরি হবে।

নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৩. বাংলাদেশে এখনও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত আছে। এই সময়ে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে গুলি করে এবং নির্যাতনের মাধ্যমে বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৪. গত ১২ এপ্রিল রাতে মাগুড়া জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলার চড়পাড়া গ্রামে আকুব্বর হোসেন নামে এক মাদক ব্যবসায়ীর বাড়িতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাব ইন্সপেক্টর সাহারা ইয়াসমিনের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি দল অভিযান চালায়। এই সময় আকুব্বর হোসেনকে আটক করে হাতে হাতকড়া পরিয়ে পেটানো হয়। আকুব্বরের চিৎকার শুনে স্থানীয় জনগণ এসে অভিযানকারী দলকে ঘেরাও করে। পরে পুলিশ এসে আহত অবস্থায় আকুব্বরকে উদ্ধার করে মাগুড়া সদর হাসপাতালে পাঠানোর পথেই আকুব্বর মারা যান।[৭]

১৫. গত ১৮ মে বন বিভাগের অনুমতিপত্র নিয়ে কাঁকড়া শিকারের জন্য খুলনা রেঞ্জের পাটকোস্টার ঝিল এলাকায় কাঁকড়া ধরার জন্য নৌকায় করে যান চারজন জেলে। কাঁকড়া ধরার সময় বন বিভাগের টহল টিমের সদস্যরা জেলেদের ডাক দেয়। তাদের ডাকে জেলেরা সাড়া না দিলে বন বিভাগের টহল টিমের সদস্যরা পেছন থেকে গুলি ছুঁড়লে আমিনুর নামে এক জেলে নিহত হন। আমিনুরের নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে বনজীবীরা দলবদ্ধ হয়ে বন বিভাগের সাতক্ষীরা রেঞ্জ অফিসে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে।[৮]

১৬. গত ২১ জুন ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলায় ছাত্রলীগ কর্মী মির্জা ইশতিয়াক আহমেদ প্রান্ত গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে মারা যান। প্রান্তের মামা মোহাম্মদ সাখাওয়াৎ হোসেন জানান, গত ২০ জুন বিকেলে প্রান্তকে বাড়ির সামনে থেকে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল আটক করে মারধর করে তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। এরপর প্রান্তের পরিবারের সদস্যরা সারারাত মধুখালী থানা, ডিবি পুলিশসহ বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে প্রান্তের কোন খবর পাননি। পরেরদিন সকালে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রান্তর মৃত্যু হয়েছে বলে তাঁরা জানতে পারেন। প্রান্তর মা খাদিজা বেগম অভিযোগ করেন, ডিবি হেফাজতে নির্যাতন করে তাঁর ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা দাবী করেছে ইশতিয়াক আহমেদ প্রান্তর কাছ থেকে মাদক উদ্ধার করা হয় এবং তিনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।[৯]

---

[৬] আমার দেশ, ১৩ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/national/1088365

[৭] যুগান্তর, ১৩ এপ্রিল ২০২৬ ডেইলি স্টার, ১২ এপ্রিল ২০২৬; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/man-dies-after-magura-dnc-raid-family-alleges-beating-agency-denies-it-4149981

[৮] সমকাল, ১৯ মে ২০২৬: https://samakal.com/whole-country/article/352848/, প্রথম আলো, ১৯ মে ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ry3exiymyb

[৯] প্রথম আলো, ২১ জুন ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/fwxrjgk6nv

মির্জা ইশতিয়াক আহমেদ ওরফে প্রান্ত। ছবি: প্রথম আলো, ২১ জুন ২০২৬

১৭. **২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসে ০৩ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে ০১ জন গোয়েন্দা পুলিশ, ০১ জন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও ০১ জন বন বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ০১ জন নির্যাতনে, ০১ জন গুলিতে এবং ০১ জনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।**

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক নির্যাতন এবং মৃত্যু, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

১৮. শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা দায় মুক্তি ভোগ করেছে এবং নানা ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু জুলাই অগাস্টের গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলেও নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। এমনকি ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরাও হেফাজতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।[১০] এই সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীকে অপহরণে সহযোগিতা,[১১] ঘুষ না পেয়ে অন্তঃসত্ত্বা নারীর পেটে লাথি[১২], ব্যবসায়িকে তুলে নিয়ে ইয়াবা দিয়ে টাকা আদায়[১৩], ঘুষ গ্রহণ[১৪] সহ বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৯. নির্যাতনের বিষয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি দীর্ঘদিন ধরে দায়মুক্তির সংস্কৃতি চালু থাকা এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ এর বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণেই বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের ঘটনাগুলো অব্যাহতভাবে ঘটছে।

২০. গত ১১ এপ্রিল কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সালাহউদ্দিনকে পুলিশ গ্রেফতার করলে সে হাতকড়া পড়া অবস্থায় পালিয়ে যায়। কিন্তু এই ঘটনায় পুলিশ সালাহউদ্দিনের বৃদ্ধ পিতা

[১০] আমার দেশ, ৫ জুন ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/rangpur/amddtnoghbnl2
[১১] সমকাল, ১ এপ্রিল ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/345094/
[১২] যুগান্তর, ১০ এপ্রিল ২০২৬; https://epaper.jugantor.com/second-edition/2026-4-10?page=16
[১৩] যুগান্তর, ২৮ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1095117
[১৪] যুগান্তর, ২৭ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/national/1094551

(৭৫), দুই গৃহবধূ ও এক শিশুসহ চারজনকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়। পরে আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করে।[১৫]

২১. গত ১৩ এপ্রিল পিরোজপুর পুলিশ অফিসার্স মেসের অস্থায়ী কেয়ারটেকার ইউনুস ফকিরকে টাকা চুরির মিথ্যা অভিযোগে পিরোজপুর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফুল ইসলামসহ ডিবির কয়েকজন সদস্য তাঁকে নির্যাতন করে এবং বৈদ্যুতিক শক দেয়। নির্যাতনে গুরুতর আহত হলেও পুলিশ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি। এই ঘটনায় আরিফুল ইসলামসহ তিনজনকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।[১৬] ইউনুস ফকিরের পরিবার এই ঘটনায় পিরোজপুর সদর থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নেয়নি।[১৭]

২২. গত ১২ জুন জাতীয় দলের ক্রিকেটার নাঈম হাসান ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার সময় লালখানবাজার এলাকায় ডিবি পুলিশ তাঁকে বহনকারী স্কুটার থামায় এবং তল্লাশির নামে তাঁকে মারধর করে। এই সময় নাঈম তাঁর পরিচয় দিলেও পুলিশ তাঁকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তুলে খুলসী থানায় নিয়ে যায় এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার রুমে তাঁকে আরেক দফা নির্যাতন করা হয়।[১৮]

২৩. শেখ হাসিনার শাসনামলে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত থাকার ব্যাপক অভিযোগ ছিল র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয় (র‍্যাব) এর বিরুদ্ধে। গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের দেয়া এক হিসেবে দেখা গেছে, মোট গুমের ঘটনার প্রায় ২৫ শতাংশ ঘটনার সঙ্গে র‍্যাব জড়িত ছিল। একক বাহিনী হিসেবে এটা সর্বোচ্চ। এছাড়া কমিশন যে ৪০টি গোপন বন্দিশালার সন্ধান পেয়েছে, তার মধ্যে অর্ধেকই ছিল র‍্যাবের।[১৯] জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতন হলে র‍্যাবের ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো আলোচনায় আসে। *অধিকার* সহ অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা র‍্যাব বিলুপ্তির সুপারিশ করেছিল। ফ্যাসিস্ট হাসিনার শাসনামলে বিএনপিও ক্ষমতায় আসলে র‍্যাব বিলুপ্ত করবে বলে জানিয়েছিল। কারণ তাদের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীও র‍্যাব কর্তৃক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি র‍্যাবকে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে এবং নতুন নামে র‍্যাবকে সংগঠিত করছে। সম্প্রতি র‍্যাব কর্তৃপক্ষ বাহিনীটির নাম পরিবর্তন করে পিপলস প্রোটেকশন ফোর্সেস (পিপিএফ) রাখার এবং দীর্ঘদিনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের প্রেক্ষাপটে জবাবদিহিতা জোরদারের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা গঠনের জন্য একটি খসড়া আইন চূড়ান্ত করেছে। প্রস্তাবিত আইনটি বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।[২০]

গুম

২৪. অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে কোন গুমের ঘটনার তথ্য পাওয়া না গেলেও ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বিএনপি ক্ষমতা গ্রহণের ৫২ দিন পর প্রথম গুমের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। উল্লেখ্য, অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক তৈরী করা গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশটি বিএনপি সরকার প্রথম সংসদ অধিবেশনের ৩০ দিনে মধ্যে আইনে পরিণত না করায় তা বাতিল হয়ে যায়।

---

[১৫] যুগান্তর, ১৪ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1088823
[১৬] যুগান্তর, ১৯ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-city/1090738
[১৭] সমকাল, ২২ এপ্রিল ২০২৬; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2026-04-22/13/4889
[১৮] আমার দেশ, ১৪ জুন ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/xv4b45eq3h
[১৯] প্রথম আলো, ১৯ মে ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/4vni0yzkh8
[২০] ডেইলি স্টার, ১৫ জুন ২০২৬; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/draft-law-rename-rab-peoples-protection-forces-4199016

২৫.গত ১০ এপ্রিল সন্ধ্যা আনুমানিক সাতটায় বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার সুন্দরবন-সংলগ্ন চিলা ইউনিয়নের জয়মনি এলাকার আল-আমিনের চায়ের দোকানের সামনে থেকে মিরাজ শেখ (৩০) নামে এক জেলেকে সাদাপোশাক পরিহিত দুই ব্যক্তি ধরে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে মিরাজের স্ত্রী মুক্তা ছুটে গিয়ে দেখেন, কোস্টগার্ডের স্পিডবোটে তুলে মিরাজকে মোংলার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এদিকে মিরাজ শেখ ফিরে না আসায় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কোস্টগার্ড ও থানাসহ বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করা হয়। মিরাজকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর মোটরসাইকেলটি দোকানদার আল-আমিনের জিম্মায় রেখে যায় কোস্ট গার্ডের দুইজন সদস্য। গত ২১ এপ্রিল কোস্টগার্ড সদস্য পরিচয়ে রবিন নামে এক ব্যক্তি আল আমিনের কাছ থেকে মিরাজের মোটরসাইকেলটি নিয়ে যায়। কিন্তু পরদিন মোটরসাইকেলটি আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। চা দোকানি আল-আমিন *অধিকারকে* বলেন, তাঁর দোকানের সামনে থেকেই দুই ব্যক্তি মিরাজকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাঁর দোকানের পেছনে মিরাজের মোটরসাইকেলটি রেখে যায়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক নারী বলেন, মিরাজ সেদিন মোটরসাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ালে দুইজন লোক তাঁকে ধরে ধাক্কাতে ধাক্কাতে জেটি ঘাটে নিয়ে যায়। সেখানে একটা বোটে তুলে মিরাজকে পেটায়। পরে আরেকটি বোটে করে মিরাজকে নিয়ে চলে যায়।

২৬.গত ২৩ এপ্রিল এই ঘটনায় মোংলা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন স্ত্রী মুক্তা খাতুন। গত ৮ মে মিরাজ শেখের সন্ধান চেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে মোংলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। এছাড়া গত ১৪ মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কোস্টগার্ডের মহাপরিচালক, পুলিশ মহাপরিদর্শক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি পাঠান মুক্তা খাতুন। লিখিত আবেদনে মুক্তা খাতুন উল্লেখ করেন, তার স্বামী মিরাজ শেখকে গত ১০ এপ্রিল দুইজন সাদা পোশাকধারী কোস্ট গার্ড সদস্য উঠিয়ে (হারবাড়িয়া কোস্ট গার্ড স্টেশন) নিয়ে যায়। আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, মিরাজ শেখ ও বাচ্চু একসঙ্গে মাছ ধরতেন। বাচ্চুকে ২২ এপ্রিল তাঁর নিজ বাসা থেকে কোস্ট গার্ডসহ যৌথ বাহিনী আটক করে এবং পরদিন তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়। কিন্তু মিরাজ শেখের এখনো কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

২৭.গুমের শিকার মিরাজ শেখকে খুঁজে পেতে গত ৯ জুন তাঁর পরিবারের সদস্যরা গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে কোস্টগার্ডের স্থানীয় অফিসের সামনে গিয়ে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। এই ঘটনার পরদিন ১০ জুন কোস্টগার্ড কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম প্রামানিক বাদি হয়ে মিরাজ শেখের স্ত্রী, বোন ও মা-সহ তঁদের পক্ষে এইসব কর্মসুচিতে অংশ নেয়া এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে মোংলা থানায় সরকারি কাজে বাঁধাদান, সন্ত্রাস বিরোধী আইন এবং দ্রুত বিচার আইনসহ বিভিন্ন ধারায় ২টি মামলা দায়ের করে (মামলা নং-জিআর-৯৭/২৬ এবং জিআর-৯৮/২৬)। এই মামলায় মুক্তা খাতুন, লিজা ইসলাম ও তাসলিমা বেগমকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ১২ জুন বিকেলে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

২৮.এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর্যন্ত মিরাজ শেখ এর কোন হদিস পাওয়া যায়নি । গত ১১ জুলাই মিরাজের স্ত্রী, বোন ও মা জামিনে কারাগার থেকে মুক্তি পান।

মৃত্যুদণ্ডের বিধান ও মানবাধিকার

২৯.এই তিন মাসে নিম্ন আদালত অনেক অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। আপিল শুনানীর ধীরগতির কারণে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও কনডেমড্ সেলে বন্দি হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। দেশের কারাগারে বর্তমানে ৯৩ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত নারী কয়েদী রয়েছেন। এরমধ্যে কাশিমপুর মহিলা কারাগারের

কনডেমড্ সেলে রয়েছেন ৫০ জন। অনেক নারীর সঙ্গে শিশুরাও রয়েছে কনডেমড্ সেলে। যদিও স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোনো নারীর ফাঁসির আদেশ কার্যকর হয়নি। ফাঁসি থেকে বাঁচতে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদনও করতে হয়নি।[২১]

৩০. **চলতি বছরের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে নিম্ন আদালত কর্তৃক ৭০ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।**

কারাগার ও বন্দীদের মানবাধিকার

৩১. বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন মাদকের অবৈধ বাণিজ্য এবং নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[২২] এই রিপোর্টকালীন সময়ে সারা দেশের কারাগারগুলোতে ধারণক্ষমতার অধিক বন্দি ছিল। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের এবং বিভিন্ন মামলায় অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার কারণে কারাগারগুলোতে বন্দি সংখ্যা ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী হয়ে পড়েছে। সারা দেশে ৭৫টি কারাগারের ধারণক্ষমতা ৪৩,১৫৭। গত ১৭ মে পর্যন্ত বন্দি ছিল ৮৫ হাজারের বেশী। এই সময়ে ১৫টি কেন্দ্রীয় কারাগারে ২২,২৮০ জনের ধারণক্ষমতার বিপরীতে বন্দি ছিল ৩৯,৮৬৫। ফলে কারাগারগারগুলোতে মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় বন্দিদের ঘুম, খাওয়া কিংবা টয়লেট ব্যবহারের মতো মৌলিক চাহিদা মেটাতে কারাকর্তৃপক্ষকে কঠিন সমস্যায় পড়তে হয়েছে। অনেক কারাগারে বন্দিদের পর্যায়ক্রমে (শিফটিং) ঘুমাতে হয়েছে। এছাড়াও নারী বন্দিদের সঙ্গে থাকা শিশুরাও কারাগারের প্রতিকুল অবস্থার ভুক্তভোগী হয়েছে।[২৩]

৩২. কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে ধারণক্ষমতা ২০০ জন হলেও থাকছেন ৬৬৫ জন বন্দি। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে শিশুরাও। এছাড়া অতিরিক্ত বন্দির কারণে খাদ্যে পুষ্টি ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। প্রয়োজনীয় পুষ্টি না পাওয়ায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বন্দিরা বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। কারণ পুষ্টি মেটানোর জন্য প্রিজন ক্যান্টিন (পিসি) থেকে ডিম দুধসহ পুষ্টিকর খাবার কেনার সামর্থ্য তাঁদের নাই।[২৪] এছাড়া কারাগারগুলোতে চিকিৎসক সংকট থাকায় বন্দিরা উপযুক্ত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অনেক বন্দির মৃত্যু হচ্ছে।

৩৩. গত ১৪ এপ্রিল জামালপুর কারাগারে বন্দি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা জিয়াউল হক জিয়া (৬৭) কে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মারা যান। জিয়ার পরিবার অভিযোগ করেছেন যে, দুই দিন আগে অসুস্থ হলেও সময়মতো চিকিৎসা না দেয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।[২৫]

৩৪. **এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসে ১৬ ব্যক্তি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। এঁদের সবাই অসুস্থতা জনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।**

---

[২১] আমার দেশ, ১০ জুন ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/national/amd96wsrmf3ep

[২২] যুগান্তর, ২২ জুন ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-city/1116949

[২৩] যুগান্তর, ২২ মে ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1105005

[২৪] যুগান্তর, ২২ মে ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1105005

[২৫] যুগান্তর, ১৫ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/awami-league/1089267

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিবর্তনমূলক আইন

৩৫. এই তিন মাসে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সরকারের সমালোচনা ও মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাদের নিয়ে ফেসবুকে ব্যঙ্গাত্মক ছবি পোস্ট করায় গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া টিভি আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করার কারণে এক রাজনৈতিক নেতার বাসা আক্রমন করা হয়েছে।

৩৬. ভোলায় সরকার বিরোধী পোস্ট দেয়ায় গত ৫ এপ্রিল বিবি সওদা নামে জামায়াতে ইসলামীর এক নারী কর্মীকে পুলিশ তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর বিবি সওদাকে পুলিশ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় আদালতে প্রেরণ করলে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠায়।[২৬] গত ৭ এপ্রিল বিবি সওদা জামিনে মুক্তি পান।[২৭]

৩৭. গত ১৭ এপ্রিল ঢাকার আগারগাঁও এলাকা থেকে এএম হাসান নাসিম নামে এক সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল তাঁর বাসা থেকে আটক করে নিয়ে যায়। ডিবি পুলিশের দাবি, হাসান নাসিম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও 'গুজব' ছড়ানোর সঙ্গে জড়িত। গত ১৮ এপ্রিল গুলশান থানায় তাঁকে অভিযুক্ত করে সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ এর ২৫ ও ২৭ ধারায় মামলা করা হয়েছে।[২৮]

৩৮. জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) মুখপাত্র রাশেদ প্রধান এক টিভি শোতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে কটুক্তি করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ঘটনায় গত ১৭ এপ্রিল একদল 'বিক্ষুদ্ধ' লোক মোহাম্মদপুরে অবস্থিত রাশেদ প্রধানের বাসার সামনে সমবেত হয় এবং বাসা লক্ষ্য করে জুতা ছুঁড়ে মারে। বিক্ষুদ্ধরা রাশেদ প্রধানের বিরুদ্ধে নানা শ্লোগানও দেয়। এই সময় জাগপার সমর্থক জনি সমবেত জনতার একজনকে আঘাত করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।[২৯]

৩৯. লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুরায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং পানিসম্পদমন্ত্রী শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানিকে নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক আনোয়ার হোসেন ফেসবুকে 'আপত্তিকর' পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে যুবদল নেতা রুহুল আমিন সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ এ রায়পুর থানায় আনোয়ার হোসেন, তাঁর দুই ভাই এবং আরো একজনকে আসামী করের মামলা দায়ের করেন। গত ৩১ মে পুলিশ আনোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করে।[৩০]

---

[২৬] প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/7ua86kvh1c
[২৭] ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ৭ এপ্রিল ২০২৬; https://thefinancialexpress.com.bd/national/jamaat-activist-bibi-sauda-gets-bail
[২৮] দি ডেইলি স্টার, ১৮ এপ্রিল ২০২৬; https://www.thedailystar.net/news/news/man-shown-arrested-cyber-case-after-db-detention-4154461
[২৯] সমকাল, ১৮ এপ্রিল ২০২৬; https://samakal.com/politics/article/347725/
[৩০] প্রথম আলো, ৩১ মে ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qb730xn2v2

শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক আনোয়ার হোসেন। ছবি: প্রথম আলো ৩১ মে ২০২৬

৪০. গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদকে নিয়ে ফেসবুকে 'আপত্তিকর' পোস্ট দেয়ার অভিযোগে গত ১১ জুন মিজানুর রহমান নামে এক যুবককে স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। পুলিশ মিজানুর রহমানকে ১৮৯৮ সালের ফৌজাদারি কার্যবিধির ১৫১[৩১] ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করে।[৩২]

গ্রেপ্তারকৃত মিজানুর রহমান। ছবি: প্রথম আলো ১৩ জুন ২০২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়:

মানবাধিকার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো

রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন

৪১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে এই তিন মাসে দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতার অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময়ে বিএনপি এর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে চাঁদার দাবিতে এক ব্যক্তিকে দলীয় কার্যালয়ে আটকে রেখে সহিংসতা চালানো[৩৩], কৃষি শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা[৩৪], ভূমি দখলের প্রতিবাদ করায় নারীকে গাছে বেঁধে পেটানো[৩৫], মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত[৩৬], পুকুর-খামার দখল

[৩১] ১৫১ ধারায় আমলযোগ্য অপরাধের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলে পরোয়ানা ছাড়াই যেকোন ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে।; https://bdlaws-minlaw-gov-bd.translate.goog/act-75/section-20801.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=sge
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75/section-20801.html

[৩২] প্রথম আলো, ১৩ জুন ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/5u3lv9hgec

[৩৩] যুগান্তর, ১৭ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/1089865

[৩৪] যুগান্তর, ২২ জুন ২০২৬ ; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1116929

[৩৫] যুগান্তর, ১৩ জুন ২০২৬; https://epaper.jugantor.com/storage/2026-06-13/13/link_img_second_ed_1781313402_12.jpg

নিতে মামলা দিয়ে হয়রানি[৩৭], সরকারি কাজের ভাগ চেয়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে হুমকি[৩৮], সরকারি কর্মকর্তাকে হুমকি[৩৯], ইউএনও কার্যালয়ে হামলা[৪০], পুলিশের কাছ থেকে দলীয় নেতাকে ছিনিয়ে নেয়া[৪১], দোকান ভাঙচুর ও তালা দেয়া[৪২], মসজিদের ইমামকে মারধর[৪৩], চাঁদার জন্য বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা[৪৪], চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীকে হত্যা[৪৫], চোর সন্দেহে যুবককে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে মারধর[৪৬], কলেজের নারী শিক্ষককে পেটানো[৪৭], কলেজের অধ্যক্ষের ওপর হামলা[৪৮], সরকারি কার্যালয় ভাঙচুর[৪৯], সাধারণ ব্যবসায়ীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাট[৫০], চাঁদাবাজি[৫১], অপহরণ[৫২], ধর্ষণ[৫৩], জমি দখল[৫৪], চাঁদা না পেয়ে কারখানায় হামলা-লুটপাট[৫৫], টেন্ডার বাক্স ছিনতাই[৫৬], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে নিপীড়ন[৫৭] সহ বিভিন্ন ধরনের দুর্বৃত্তয়ান ও সহিংসতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময় টেলিফোনে চাঁদা চেয়ে হুমকি দেয়া এক বিএনপি নেতার অডিও ফাঁস হয়, সেখানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও ভিকটিমকে রক্ষা করতে পারবেন না বলে মন্তব্য করতে শোনা যায়।[৫৮] রাজশাহীতে হত্যা ও বিস্ফোরক মামলার আসামী স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করতে গেলে দলীয় নেতা-কর্মীদের বাধার মুখে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।[৫৯]

---

[৩৬] যুগান্তর, ১৯ জুন ২০২৬; https://epaper.jugantor.com/storage/2026-06-19/12/link_img_second_ed_1781834328_9.jpg
[৩৭] সমকাল, ১৭ মে ২০২৬ ; https://samakal.com/whole-country/article/352467/
[৩৮] সমকাল, ১২ মে ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/351547/
[৩৯] সমকাল, ২৬ এপ্রিল ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/349003/
[৪০] সমকাল, ১৭ মে ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/352613/
[৪১] সমকাল, ৬ জুন ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/355405/
[৪২] নয়াদিগন্ত, ২০ এপ্রিল ২০২৬; https://dailynayadiganta.com/bangladesh/country-news/BfuQ9SVh1xjx
[৪৩] আমার দেশ, ১৮ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/rangpur/amdkykrf4sdox
[৪৪] যুগান্তর, ১৩ এপ্রিল ২০২৬; https://epaper.jugantor.com/storage/2026-04-13/10/link_img_second_ed_1776044470_2.jpg
[৪৫] আমার দেশ, ১৫ মে ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/barisal/amdthz53nlqcv
[৪৬] যুগান্তর, ২২ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/881961
[৪৭] বাংলা ট্রিবিউন, ২৪ এপ্রিল ২০২৬; https://www.banglatribune.com/country/rajshahi/943443/
[৪৮] আমার দেশ, ১৯ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/dhaka/amdtn0er9tgab
[৪৯] নয়াদিগন্ত, ১ এপ্রিল ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/njuuuucksr
[৫০] সমকাল, ২৪ এপ্রিল ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/348813/
[৫১] নয়াদিগন্ত, ১২ এপ্রিল ২০২৬; https://dailynayadiganta.com/printed-edition/xJMm7bO6yN35
[৫২] সমকাল ২০২৬; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2026-06-26/13/6253
[৫৩] যুগান্তর, ৫ মে ২০২৬ ; https://www.jugantor.com/country-news/1097806, আমার দেশ, ৭ জুন ২০২৬ ; https://images.dailyamardesh.com/cropped-images/image_sl11_row10_date_07-06-2026_edition_2_page13_883_207819_updated_watermarked_660421e1-6ab3-4408-b97e-dbc337eab692.jpg
[৫৪] নয়াদিগন্ত, ১৬ এপ্রিল ২০২৬; https://dailynayadiganta.com/bangladesh/country-news/nMXwZXyEgj4D
[৫৫] আমার দেশ, ৫ মে ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/dhaka/amdertm4pgpog
[৫৬] মানবজমিন, ৫ মে ২০২৬; https://www.mzamin.com/article/14760/
[৫৭] প্রথম আলো, ২৫ মে ২০২৬,; https://www.prothomalo.com/bangladesh/ilngfztg35
[৫৮] যুগান্তর, ১৬ জুন ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-second-edition/1114424
[৫৯] যুগান্তর, ২৯ জুন ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1119776

রাজশাহীর দাউকান্দি সরকারি কলেজে ঢুকে কার্যালয় ভাঙচুর, অধ্যক্ষ এবং শিক্ষিকাকে মারধর ও জুতা পেটা করেন বিএনপি নেতা। ছবি: আমার দেশ, ২৪ এপ্রিল ২০২৬ ও প্রথম আলো, ২৪ এপ্রিল ২০২৬

৪২. গত ৩ এপ্রিল কুমিল্লার লাঙ্গলকোট উপজেলা গণতান্ত্রিক মুক্তিজোটের সভাপতি অ্যাডভোকেট কাজী নূরে আলম সিদ্দিকীর বাড়িতে হামলা ও লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।[৬০]

৪৩. গত ২৪ এপ্রিল পাম্পে তেল নেয়ার সময় নেত্রকোনা-৫ আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য মাছুম মোস্তফাকে অবরুদ্ধ ও তাঁর গাড়ী ভাঙচুর করে স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা।[৬১]

৪৪. গত ১১ জুন যশোরের চৌগাছায় রাজনৈতিক বিরোধের জেরে স্ত্রীকে খুটির সঙ্গে বেঁধে রেখে আওয়ামী লীগের অনুসারী জুয়েল রানা (৩৫) কে কুপিয়ে হত্যা করে বিএনপি অনুসারী ইউসুফ, কাশেম ও বাবুসহ একদল দুর্বৃত্ত।[৬২]

বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল

৪৫. এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপি নেতা কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক কোন্দল দেখা দিলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাগুলোতে তাদের আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে।[৬৩] কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা এই সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেনি।[৬৪] বিএনপির পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে সংঘাতের আশঙ্কায় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করতে[৬৫] এবং সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ রাবার বুলেট ছুঁড়তে বাধ্য হয়।[৬৬]

---

[৬০] সমকাল, ৪ এপ্রিল ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/345708/

[৬১] প্রথম আলো, ২৫ এপ্রিল ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/2482sovvek

[৬২] যুগান্তর, ১২ জুন ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1112489

[৬৩] নয়াদিগন্ত, ১৩ মে ২০২৬; https://dailynayadiganta.com/bangladesh/country-news/XyAqL4emT2Re

[৬৪] সমকাল, ১৫ জুন ২০২৬; https://samakal.com/politics/article/357079/

[৬৫] নয়াদিগন্ত, ১৯ এপ্রিল ২০২৬; https://dailynayadiganta.com/bangladesh/country-news/VP9UmIcUXp7j

[৬৬] আমার দেশ, ৫ জুন ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/mymensingh/amdljsc5dagj5

রাউজানে যুবদল নেতা মাসুদ হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া পাঁচজন হলেন- ১. কদলপুরের দিদারুল আলম, ২. মোহাম্মদ জাহেদ, ৩. মোহাম্মদ ইলিয়াস ওরফে দামা ইলিয়াস, ৪. মোহাম্মদ ইউসুফ ও ৫. মোহাম্মদ আবছার। ছবি: সমকাল ১৫ জুন ২০২৬

৪৬.এইসব আধিপত্য বিস্তারের ঘটনাগুলোর কারণ ছিল চাঁদাবাজি নিয়ে দ্বন্দ্ব[৬৭], গার্মেন্টেসের ঝুট ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ[৬৮], সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা নিয়ে বিরোধ[৬৯], চাঁদা আদায়[৭০], ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থিতা নিয়ে বিরোধ [৭১], মাটি বিক্রি নিয়ে বিরোধ[৭২] এবং মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয় দখল করতে যেয়ে [৭৩] বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এইসব সংঘর্ষে শিশুসহ[৭৪] দলীয় নেতা-কর্মী[৭৫] ও সাধারণ মানুষ[৭৬] হতাহতের শিকার হয়েছেন। এই সময়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়।[৭৭] এইসব ঘটনায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও সাধারণ মানুষসহ বিএনপির নেতা-কর্মীরা হতাহতের শিকার হন।[৭৮]

রাজশাহীর শিরোইল ঢাকা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাজশাহী মহানগর শ্রমিক দলের ককটেল বিস্ফোরণ ও দেশীয় অস্ত্রের মহড়া। ছবি: প্রথম আলো, ২৩ এপ্রিল ২০২৬

[৬৭] আমার দেশ, ৪ এপ্রিল ২০২৬; https://www.banglatribune.com/country/chitagong/940388/
[৬৮] আমার দেশ, ২২ মে ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/dhaka/amdkeksxqmd0l
[৬৯] যুগান্তর, ৩১ মে ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1107725
[৭০] আমার দেশ, ১ এপ্রিল ২০২৬; https://dailynayadiganta.com/bangladesh/country-news/B8EcQhBC9eQa
[৭১] যুগান্তর, ৪ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1084927
[৭২] নয়াদিগন্ত, ৬ এপ্রিল ২০২৬; https://dailynayadiganta.com/printed-edition/23VqJsH4acCd
[৭৩] প্রথম আলো. ২৩ এপ্রিল ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/le1pbsl6x4
[৭৪] আমার দেশ, ১০ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/dhaka/amdszklrhop57
[৭৫] আমার দেশ, ২৩ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/khulna/amdc1gg1x2grh
[৭৬] যুগান্তর, ২৪ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1092824
[৭৭] আমার দেশ, ১৯ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/mymensingh/amdyt1ueyg64o
[৭৮] মানবজমিন, ২ এপ্রিল ২০২৬; https://www.mzamin.com/article/8325

৪৭. গত ২৫ এপ্রিল খুলনার তেরখাদা উপজেলায় পূর্ব শত্রুতা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে নুর আলম নামে একজন কৃষক নিহত এবং ৬ জন আহত হন।[৭৯]

৪৮. গত ২০ মে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জমির মাটি কাটা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে বিএনপি নেতা ওসমান গণিকে কুপিয়ে হত্যা করে স্বেচ্ছসেবক দল নেতা রমজান আলীর সমর্থকরা।[৮০]

আওয়ামী লীগের সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন

৪৯. আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা হলেও এর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও দুর্বৃত্তয়ানের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময় ফরিদপুরে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিএনপির কার্যালয় ও দোকানে হামলা-ভাঙচুর[৮১], মেরেপুরের গাংনীতে বিএনপি নেতাকে গুলি[৮২], চাঁদাবাজি[৮৩], ধর্ষণ[৮৪], জমি দখল[৮৫] সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

ফরিদপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। ছবি: আমার দেশ, ১৯ এপ্রিল ২০২৬

যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ এনে পীরগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন ভুক্তভোগী পরিবার ও এলাকাবাসী। ছবি: সমকাল, ৮ এপ্রিল ২০২৬

---

[৭৯] যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1093746
[৮০] প্রথম আলো, ২১ মে ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/thsffqz2ae
[৮১] আমার দেশ, ১৯ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/dhaka/amd4a2wkjhtrl
[৮২] নয়াদিগন্ত, ২০ এপ্রিল ২০২৬; https://dailynayadiganta.com/bangladesh/country-news/wF1407Jm50qc
[৮৩] আমার দেশ, ৪ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/sylhet/amdurqmtjterh
[৮৪] নয়াদিগন্ত, ২৪ জুন ২০২৬; https://www.dailynayadiganta.com/printed-edition/uPaL76fDvdo0
[৮৫] সমকাল, ৮এপ্রিল ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/346314/

৫০. গত ২৪ এপ্রিল ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে উপজেলা বিএনপি নেতা আব্দুর রহমান এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সুমন শেখের ওপর স্থানীয় কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফিরোজ মোল্লার সমর্থকরা হামলা চালিয়ে তাঁদের কুপিয়ে জখম করে।[৮৬]

৫১. গত ৩০ মে গাজীপুরের শ্রীপুরে জমি-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা হাবিবুল্লাহ ও তার সহযোগীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের বাড়িতে হামলা চালিয়ে সমলা খাতুন নামে ৯৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধাকে মারধর করে। [৮৭]

বিএনপি ও অন্যান্য দলের সংহিসতা

৫২. এই সময়ে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন[৮৮] এনসিপি[৮৯], ছাত্রশিবির[৯০], জামায়াতে ইসলামী[৯১], ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের[৯২] মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে এই সময়ে ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সারা দেশে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।[৯৩] গাইবান্ধায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির দ্বন্দ্বে প্রকাশ্যে ইসলামী ছাত্রশিবির নেতা সাইফুল্লাহ বারীকে গলা কেটে হত্যা করে যুবদলের নেতা-কর্মীরা।[৯৪] এই হত্যার প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদ মিছিল বের করে এবং অভিযুক্তদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে।[৯৫]

৫৩. গত ২১ এপ্রিল জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনের দেয়ালচিত্র (গ্রাফিতি) মুছে নতুন দেয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় উভয়পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন।[৯৬]

কিরিচ হাতে ওমরগণি এমইএস কলেজ শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মির্জা ফারুক এবং লাঠি হাতে তামাকুমণ্ডি লেন বণিক সমিতির প্রচার সম্পাদক ও জামায়াত সমর্থক মোহাম্মদ ছাদেক হোসাইন। ছবি: প্রথম আলো, ২২ এপ্রিল ২০২৬

[৮৬] আমার দেশ, ২৫ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/dhaka/amdmsf4ick2gn
[৮৭] আমার দেশ, ৩১ মে ২০২৬৭; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/dhaka/amdjykqpybd0l
[৮৮] যুগান্তর, ৫ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1085419
[৮৯] যুগান্তর , ২১ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1091998
[৯০] যুগান্তর, ২১ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1092000, যুগান্তর, ১৩ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1092821
[৯১] যুগান্তর, ৬ জুন ২০২; https://www.jugantor.com/tp-news/1109906
[৯২] যুগান্তর, ২১ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1092005
[৯৩] আমার দেশ, ২৫ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/politics/amd7ofi7hrhea
[৯৪] নয়াদিগন্ত ২২ জুন ২০২৬; https://api.dailynayadiganta.com/printed-edition/wfxUPOWtZ2o1/
[৯৫] যুগান্তর ২৩ জুন ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1117340
[৯৬] প্রথম আলো, ২২ এপ্রিল ২০২৬; https://www.prothomalo.com/politics/5c5tgc1rcw

৫৪. গত ২২ মে ঝিনাইদহে জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলা চালায় ছাত্রদল ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা। এই ঘটনায় সদর থানায় মামলা করতে যান নাসিরুদ্দীন পাটওয়ারী। এই মামলার প্রতিবাদে ছাত্রদল মিছিল বের করে থানার সামনে যেয়ে থানার ভেতরে অবস্থানকারী নাসিরুদ্দীন পাটওয়ারীকে থানা থেকে বের করে দেয়ার দাবি জানায়। এই সময় থানার ভেতরে প্রবেশ করতে না পেরে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা থানা লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে।[৯৭]

৫৫.চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৪১ জন নিহত ও ৯৭০ জন আহত হয়েছেন। এই তিন মাসে বিএনপি'র ৫৭টি ও এনসিপি'র ২টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ০৪ জন নিহত ও ৪০০ জন আহত এবং এনসিপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

সভা-সমাবেশের অধিকার

৫৬. গত তিন মাসে (এপ্রিল-জুন) রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী বিভিন্ন সংগঠনের সভা-সমাবেশ বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। বিএনপি'র নেতা-কর্মী কর্তৃক সমাবেশে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপরও হামলার ঘটনা ঘটেছে।

৫৭. গত ১১ মে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যকে অপসারণের দাবিতে অনুষ্ঠিত অবস্থান কর্মসূচিতে দুমকি উপজেলা যুবদলের বহিষ্কৃত নেতা সালাহউদ্দিন রিপন শরিফের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালায়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ২০ জন আহত হন।[৯৮]

রিপন শরীফের নেতৃত্বে সোমবার পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ওপর হামলা। ছবি: যুগান্তর ১২ মে ২০২৬

৫৮. চট্টগ্রামে শহীদ ওয়াসিম ফ্লাইওভারের পিলারে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের গ্রাফিতি মুছে বিজ্ঞাপন আহ্বান করে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন। এই নিয়ে চট্টগ্রামে বিএনপি ও এনসিপির মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে প্রশাসন নগরীতে ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু গত ১৮ মে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে টাইগারপাসে শিক্ষার্থীরা গ্রাফিতি আকার চেষ্টা করলে পুলিশি বাধায় তা পণ্ড হয়ে যায়।[৯৯]

---

[৯৭] প্রথম আলো, ২৩ মে ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/u9mqppxp2a
[৯৮] যুগান্তর, ১২ মে ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/1100510
[৯৯] আমার, দেশ ১৯ মে ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/chattogram/amdkdkvrg0iav

৫৯. গত ৫ ও ৬ জুন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের কুলিয়াদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এনসিপি আয়োজিত ফল উৎসবে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়ে চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করে এবং প্যান্ডেল খুলে ফেলে।[১০০]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৬০. এই তিন মাসে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে সংবাদ সংগ্রহ[১০১] এবং সংবাদ প্রকাশের জেরে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী,[১০২] দুর্বৃত্ত[১০৩], হাসপাতালের দালাল চক্র[১০৪] এবং পাম্প মালিকের লোকজনের[১০৫] বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও তাঁদের লাঞ্ছিত করার অভিযোগ এসেছে।[১০৬] এছাড়া ভুয়া পরোয়ানায় সাংবাদিককে গ্রেপ্তার[১০৭] ও হত্যার হুমকি[১০৮] ও নিপীড়নের অভিযোগও পাওয়া গেছে।

৬১. গত ২১ মে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলাকালে লাইভ প্রচারের সময় চ্যানেল ওয়ানের দুই সাংবাদিকের ওপর বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা হামলা করে।[১০৯]

৬২.বগুড়ায় আওয়ামী লীগ নেতাদের বিভিন্ন অপকর্মের সংবাদ প্রকাশ করায় যুবলীগ নেতা ও মাদক ব্যবসায়ী আবু সাঈদ ক্ষিপ্ত হয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় দৈনিক আমার দেশের শিবগঞ্জ প্রতিনিধি শাফায়াত সজলের ওপর হামলা করে তাঁকে আহত করে।[১১০]

৬৩. গত ১ এপ্রিল রাজশাহীর চারঘাটে সরকারি মাদ্রাসায় অবৈধ পুকুর খনন এবং মাটি লুটের সংবাদ প্রকাশের কারণে দৈনিক দিনকালের চারাঘাট প্রতিনিধি শাহিনুর রহমান সুজনকে মারধর করে বিএনপি নেতা-কর্মীরা। হামলাকারীরা সবাই চারঘাট উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও পৌরসভার সাবেক মেয়র জাকিরুল ইসলাম বিকুলের অনুসারী। আহত সুজনকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[১১১]

রাজশাহীতে সাংবাদিককে বিএনপি নেতাকর্মীদের মারধর আহত শাহিনুর রহমান সুজন। ছবি: যুগান্তর ২ এপ্রিল ২০২৬

[১০০] যুগান্তর, ৭ জুন ২০২৬; https://www.jugantor.com/politics/1110164
[১০১] সমকাল, ২৩ মে ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/353599/
[১০২] যুগান্তর, ১৮ মে ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1103608
[১০৩] প্রথম আলো ২০ মে ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/s0bpltbid6
[১০৪] যুগান্তর, ১৪ মে ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-second-edition/1101596
[১০৫] আমার দেশ, ১৯ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/dhaka/amdduzurp4bvc
[১০৬] সমকাল, ৪ এপ্রিল ২০২৬; https://www.mzamin.com/article/8650
[১০৭] প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/i9kkibsvjb
[১০৮] যুগান্তর, ২ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1084053
[১০৯] আমার দেশ, ২১ মে ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/chattogram/amdjwoblmsbwz
[১১০] আমার দেশ, ২৩ মে ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/rajshahi/amdrkjatmsbp1
[১১১] যুগান্তর, ২ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1084053

৬৪. গত ১৫ এপ্রিল ঢাকায় কবি নজরুল সরকারি কলেজে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের সময় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ডেইলি ক্যাম্পাসের প্রতিনিধি বিপ্লব শেখ ও সোনালী নিউজের প্রতিনিধি ওবায়দুল হকের ওপর হামলা চালায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। আহত দুই সাংবাদিককে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।[১১২]

৬৫. গত ৯ জুন চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার শ্রীমাই খাল থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সংবাদ প্রকাশের জেরে যুগান্তরের সাংবাদিক আবেদুজ্জামান আমিরীকে পটিয়া প্রেসক্লাব থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে মারধর করে এবং হত্যার হুমকি দেয় যুবদল নেতা এসএম রেজার নেতৃত্বে ২০-৩০ জন দুর্বৃত্ত।[১১৩]

৬৬. গত ২৩ জুন ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির সামনে জামায়াতে ইসলামীর কর্মসূচীর পর ব্রিফিং চলাকালে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের কারণে কয়েকজন জামায়াত কর্মী ঐ সাংবাদিককে 'আওয়ামী লীগের দোসর' বলে আখ্যা দেয়ায় উপস্থিত সাংবাদিকরা এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করলে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে তা সংঘাতে রূপ নেয়। এই সময় জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা পেশাগত দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিকদের ওপর হামলা করলে ৪ জন সাংবাদিক আহত হন।[১১৪]

৬৭. ***অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিল-জুন পর্যন্ত পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ১৭ জন সাংবাদিক আহত, ০৫ জন লাঞ্ছিত, ০৪ আক্রমণের শিকার, ০৭ জন হুমকির শিকার হয়েছেন এবং ০৭ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।**

গণপিটুনী দিয়ে হত্যা

৬৮. বাংলাদেশে অকার্যকর বিচার ব্যবস্থার কারণে আইন হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা রয়েছে এবং গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যার ঘটনা বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরও অব্যাহত রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোর ও ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা করা হয়েছে।[১১৫] এছাড়া সালিশ বৈঠকে এবং ধর্ম অবমানার অভিযোগে গণপিটুনী দিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। নিহতদের মধ্যে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিও রয়েছেন।[১১৬]

৬৯. গত ৪ এপ্রিল চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে মোহাম্মদ আবছারের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এনে সালিশ বৈঠক বসান স্থানীয়রা। কিন্তু সালিশ বৈঠক চলাকালেই আবছারকে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করা হয়।[১১৭]

৭০. গত ১২ এপ্রিল ঝালকাঠির নলছিটিতে ইকবাল হোসেন (৪২) নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।[১১৮]

৭১. গত ২৭ জুন ঢাকার আদাবরে চাঁদাবাজি ও লুটপাটের অভিযোগে স্থানীয় জনতা মোহাম্মদ জাহিদ (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করে।[১১৯]

৭২. **২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসে ৩৩ জন গণপিটুনির শিকার হয়ে নিহত হন।**

---

[১১২] আমার দেশ, ১৬ এপ্রিল ২০২৬; https://www.banglatribune.com/my-campus/942101/
[১১৩] যুগান্তর, ১০ জুন ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-bangla-face/1111641
[১১৪] সমকাল, ২৪ জুন ২০২৬; https://samakal.com/politics/article/358896
[১১৫] সমকাল, ২৫ জুন ২০২৬; https://samakal.com/bangladesh/article/358956/
[১১৬] যুগান্তর, ৮ জুন ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-bangla-face/1110779
[১১৭] সমকাল, ৫ এপ্রিল ২০২৬; https://samakal.com/chittagong/article/345876/
[১১৮] যুগান্তর, ১৩ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1088723
[১১৯] নয়াদিগন্ত, ২৯ জুন ২০২৬; https://www.dailynayadiganta.com/printed-edition/bdoC44fcu69Y

নারীর প্রতি সহিংসতা

৭৩. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিরাজমান এবং গত তিন মাসে সারা দেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটা অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব, বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি এবং দীর্ঘসূত্রতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতাকারীরা রেহাই পাওয়ায় তারা উৎসাহিত হয়ে আরো সহিংসতায় যুক্ত হচ্ছে। ফলে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে এবং ভিকটিমরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

ধর্ষণ

৭৪. এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে ব্যাপকভাবে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে শিশু ধর্ষণের ঘটনা আশংকাজনকভাবে বেড়েছে। ধর্ষণের পর শিশুকে হত্যা করা হয়েছে।[১২০] এই সময়ে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ থেকে হাত-পা ও মুখ বাধাঁ অবস্থায় একজন ধর্ষণের শিকার শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে।[১২১] হাতিয়ায় পুলিশ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে[১২২] এবং কক্সবাজারের চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) থানা পরিচালিত ফেসবুকে এক ধর্ষিত কিশোরীর ছবি প্রকাশ করেছে।[১২৩]

৭৫. ধর্ষণ মামলায় মেডিকেল রিপোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরেনসিক প্রমাণ। ডিএনএ ল্যাব সংকটের কারণে মেডিকেল রিপোর্ট দেরীতে পাওয়া, সাক্ষীর অনুপস্থিতি, পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত পুলিশকে দিয়ে করানো, ভুক্তভোগী ও সাক্ষি সুরক্ষা আইন না থাকা এবং আদালতে মামলার জটের কারণে ধর্ষণ মামলার বিচার বছরের পর বছর ধরে ঝুলে থাকে।

৭৬. গত ১৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দরে যুবদল নেতা বাবুল তার গৃহকর্মীকে ধর্ষণ করে। গৃহকর্মী ধর্ষণের ঘটনাটি বাবুলের স্ত্রী রোজিনাকে জানালে এই ঘটনা আর কাউকে না জানাতে তাঁকে হুমকি দেয়া হয়। এক পর্যায়ে বাবুল এবং রোজিনা গৃহকর্মীকে মারধর করে তাঁর চুল কেটে দেয়। পুলিশ বাবুলকে গ্রেফতার করেছে।[১২৪]

৭৭. ধর্ষণের ঘটনায় সালিস বা মীমাংসা রোধে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিলেও সালিশের মাধ্যমে অনেক ধর্ষণের ঘটনা মীমাংসা করে দিয়ে মোটা অংকের টাকা উপার্জন করছে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতারা।[১২৫]

৭৮. **গত তিন মাসে ২৫৫ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৯৩ জন নারী, ১৬১ জন কিশোরী এবং ০১জন ভিকটিমের বয়স জানা যায়নি। ঐ ৯৩ জন নারীর মধ্যে ৩২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ০৩ জন ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছেন। ১৬১ জন কিশোরীর মধ্যে ২৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ০১ জন আত্মহত্যা করেছে।**

---

[১২০] যুগান্তর ,১৫ মে ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1101894

[১২১] সমকাল, ১১ এপ্রিল ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/346664/

[১২২] যুগান্তর, ১৫ জুন ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1113717

[১২৩] যুগান্তর, ৩ জুন ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1108859

[১২৪] যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল ২০২৬; https://epaper.jugantor.com/storage/2026-04-25/11/link_img_second_ed_1777084589_12.jpg

[১২৫] যুগান্তর, ১৬ মে ২০২৬; https://www.jugantor.com/todays-paper/1102506, যুগান্তর, ৫ মে ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-bangla-face/1097546

উত্যক্তকরণ

৭৯. নারী ও কিশোরীদের উত্যক্তকরণ এবং যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেই চলেছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার পুরুষ কর্তৃক নারীরা উত্যক্তকরণের শিকার হচ্ছেন। নাতনীকে উত্যক্ত ও হয়রানির প্রতিবাদ করায় নানাকে হত্যা[১২৬] এবং ছোট বোনকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় বড় ভাইকে ছুড়িকাঘাত করা হয়েছে।[১২৭] এই সময় কুমিল্লার দেবীদ্বারে এক এনসিপি নেতার বিরুদ্ধে এক গৃহবধূকে[১২৮] এবং ফ্যামিলি কার্ডের প্রলোভন দেখিয়ে ফেনীতে এক বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে এক গৃহবধূকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১২৯]

৮০. গাইবান্ধার সদর উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীকে জনৈক ইব্রাহিম হাসান লিমন দীর্ঘদিন ধরে উত্যক্ত করে আসছিলো। শিশুটিকে তার ঘরে নিয়ে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে লিমন। কিন্তু শিশুটি বাধা দিলে তাকে হত্যা করে গলায় ওড়না প্যাঁচিয়ে লাশ ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখে লিমন। পুলিশ ইব্রাহিম হোসেন লিমনকে গ্রেফতার করেছে।[১৩০]

৮১. **এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে মোট ১৭ জন নারী ও মেয়ে শিশু উত্যক্তকরণের শিকার হয়েছেন। এছাড়া নারী ও শিশুদের ওপর সংঘটিত উত্যক্তকরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ০২ জন পুরুষ নিহত ও ০৫ জন পুরুষ আহত হয়েছেন।**

যৌতুক সহিংসতা

৮২. যৌতুকের দাবিতে নারীদের ওপর সহিংসতা বিদ্যমান ছিল এই প্রতিবেদনকালীন তিন মাসেও। এই সময়ে যৌতুক না পাওয়ায় গৃহবধূকে পিটিয়ে[১৩১] ও শ্বাসরোধ[১৩২] করে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা ও সহিংসতার শিকার নারীদের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা[১৩৩] নারীও ছিলেন।

৮৩. গত ৪ এপ্রিল ঢাকায় দাবিকৃত যৌতুকের ১৫ হাজার টাকা না পেয়ে গৃহবধূ মারিয়াকে অমানবিকভাবে মারধর করে ফেলে রাখে তাঁর স্বামী রবিউল মৃধা। গুরুতর আহত হওয়ার পরও মারিয়াকে চিকিৎসকের কাছে নেয়নি রবিউল। আহত হওয়ায় মারিয়া রান্না করতে না পারায় পুনরায় রবিউল তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করে। খবর পেয়ে মারিয়ার মা মারিয়াকে ঢাকা থেকে বরিশালের বানারীপাড়ায় নিয়ে আসে। কিন্তু অবস্থার অবনতী হলে মারিয়াকে বানরীপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে সেখানে তিনি মারা যান।[১৩৪]

৮৪. গত ৯ এপ্রিল নীলফামারীর সৈয়দপুরে দাবিকৃত যৌতুক না দেয়ায় শিমু আক্তার নামে এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী রায়হান প্রচণ্ডভাবে মারধর করলে তিনি গুরুতর আহত হন। ঘটনাটি আড়াল করতে শিমু বিষপানে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রচার করার জন্য জোরপূর্বক শিমুর মুখে বিষ ঢেলে দেয়া হয়। শিমুকে গুরুতর অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে গত ১০ এপ্রিল শিমু চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।[১৩৫]

---

[১২৬] প্রথম আলো, ১০ জুন ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/4bc5qstpar
[১২৭] সমকাল, ২১ মে ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/353295/
[১২৮] আমার দেশ, ৫ এপ্রিল ২০২৬ https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/chattogram/amde0tbjuiz4b
[১২৯] নয়াদিগন্ত, ৩০ এপ্রিল ২০২৬; https://dailynayadiganta.com/printed-edition/U8c0zZgD40h4
[১৩০] যুগান্তর, ১৪ মে ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1101767
[১৩১] সমকাল, ৯ এপ্রিল ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/346433/
[১৩২] যুগান্তর, ২১ মে ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-bangla-face/1104649
[১৩৩] সমকাল, ১৭ মে ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/352575/
[১৩৪] সমকাল, ৮ এপ্রিল ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/346358
[১৩৫] যুগান্তর, ২১ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/country-news/1091505৬

৮৫. **তিন মাসে মোট ২৩ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ১০ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ১০ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ০৩ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন।**

শ্রমিকদের অধিকার

অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অবস্থা

৮৬. বাংলাদেশী অভিবাসী নারী শ্রমিকরা বিদেশে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এরমধ্যে বহু নারী শ্রমিক ধর্ষণসহ শারিরীক, মানসিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। গত ৯ জুন জাতীয় সংসদে অভিবাসী নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সংরক্ষিত আসনের বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য মারদিয়া মমতাজ। মারদিয়া মমতাজ বলেন, ২০২২ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত তিন লাখেরও বেশি নারী শ্রমিক বিদেশে গেছেন। তাঁদের অনেকেই নিরাপত্তাহীনতা, বেতন বঞ্চনা ও চুক্তি লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছেন। এমনকি প্রায় ৯৪ শতাংশ নারীশ্রমিক যৌন নিপীড়নের শিকার হন।[১৩৬] এছাড়া, বিরোধীদলের আইনপ্রণেতারা জনশক্তি নিয়োগে প্রতারণা রোধ এবং বাংলাদেশি নারী অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষায় কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, সে বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে চান। এনসিপি-সমর্থিত নোয়াখালী-৬ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল হান্নান মাসুদ বলেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের কারণে অনেক অভিবাসী শ্রমিক প্রতারণার শিকার হয়েছেন, বৈধ কাগজপত্রহীন হয়ে পড়েছেন এবং বিদেশে মানবেতর পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।[১৩৭]

কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

৮৭. গত ৪ এপ্রিল ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কদমতলীর আমবাগিচা এলাকায় একটি গ্যাসলাইটার তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে এক শিশু ও দুই নারীসহ ৬ জন শ্রমিক নিহত হন এবং কয়েকজন শ্রমিক আগুনে দগ্ধ হন। বেঁচে ফেরা শ্রমিকরা জানান, অগ্নিকাণ্ডের সময় কারখানার প্রধান ফটক তালাবদ্ধ ছিল। ফলে শ্রমিকরা সবাই দ্রুত বের হতে পারেননি। কারখানার ভেতরে দাহ্য গ্যাস ও রাসয়ানিক পদার্থ মজুত ছিল। এছাড়া বিপুল পরিমানে গ্যাসলাইটার, গ্যাস সিলিন্ডার ও লাইটার তৈরির প্ল্যাস্টিক দানা ছিল। ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া কারখানায় কোনো অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না।[১৩৮] পুলিশ এই ঘটনায় কারখানার মালিক আকরাম উল্লাহর সহযোগী স্থানীয় বিএনপি নেতা ইমান উল্লাহ মাস্তানকে গ্রেফতার করেছে।[১৩৯]

---

[১৩৬] নয়াদিগন্ত, ৯ জুন ২০২৬; https://dailynayadiganta.com/printed-edition/FakLNq7lM7vq
[১৩৭] নিউ এজ, ৮ জুন ২০২৬; https://www.newagebd.net/post/country/302014/opposition-mps-question-action-against-recruiters-safety-of-women-migrant-workers
[১৩৮] সমকাল, ৫ এপ্রিল ২০২৬; https://samakal.com/bangladesh/article/345798/
[১৩৯] সমকাল, ৬ এপ্রিল ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/345944/

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কদমতলীর আমবাগিচা এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত গ্যাসলাইটার তৈরির কারখানা। ছবি: সমকাল, ৫ এপ্রিল ২০২৬

তৈরি পোশাক শিল্প

৮৮. এই সময়ে তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকরা বেতন ভাতা বৃদ্ধি, বকেয়া বেতন পরিশোধ ও কারখানা খুলে দেয়াসহ বিভিন্ন দাবিতে এবং শ্রমিক ছাঁটাই[১৪০] করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ-সমাবেশ ও রাস্তা অবরোধ করেন। এরমধ্যে সাভারের আশুলিয়ায় কয়েকটি কারখানায় ৮ মাস পর্যন্ত বেতন বকেয়া রয়েছে। ফলে পরিবার নিয়ে শ্রমিকরা চরম অসহায় ও মানবেতর জীবনযাপন করছেন।[১৪১]

৮৯. গাজীপুরের শ্রীপুরে ঈদুল আজহা উপলক্ষে বেতন-ভাতা, ছুটিসহ বিভিন্ন দাবিতে কেএসএস নিট কম্পোজিট লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলন করছিলেন। গত ২০ মে কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে শ্রমিকরা কাজে ফিরে এসে দেখতে পান কর্তৃপক্ষ অনিদৃষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ করার নোটিশ দিয়েছে। এরপর শ্রমিকরা কারখানায় ঢোকার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে কারখানা ভাঙচুরের চেষ্টা চালালে শিল্প পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে।[১৪২]

ধর্মীয় স্বাধীনতা

৯০. এই তিন মাসে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কার্যক্রমে বাধা, হামলা ও ভাঙচুর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময়ে একটি চরমপন্থী গোষ্ঠী মাজার ভাঙচুর করেছে।

৯১. গত ১১ এপ্রিল কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সংঘবদ্ধ সহিংসতা সৃষ্টি করে একদল দুর্বৃত্ত পীর আবদুর রহমান ওরফে শামিমের দরবারে ঢুকে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এরপর আবদুর রহমানকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নেতা খাজা মুহাম্মদ খাজা আহমেদকে হুকুমের আসামী করা হয়েছে।[১৪৩]

---

[১৪০] আমার দেশ, ৭ জুন ২০২৬; https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-3931156
[১৪১] মানবজমিন, ২১ মে ২০২৬; https://www.mzamin.com/article/17878/
[১৪২] প্রথম আলো, ২১ মে ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/kvls3r64w9
[১৪৩] প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০২৬; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/a06486ricu

৯২. গত ১৪ মে ঢাকার মিরপুরে হযরত শাহ আলী বাগদাদীর (রহ.) মাজারে ওরস চলাকালে একদল দুর্বৃত্ত সেখানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর এবং মাজার জেয়ারত করতে আসা ব্যক্তিদের মারধর করে। হামলাকারীদের মধ্যে স্থানীয় জামায়াতের নেতা-কর্মীরা ছিল বলে দাবি করেছেন ভুক্তভোগীরা।[১৪৪]

৯৩. সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলায় দীপ্ত রায় নামে এক যুবক গত ২২ জুন 'প্রিন্স রায় দীপ্ত' নামে তার ফেসবুক আইডি থেকে ইসলাম ধর্ম ও মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। পোস্টটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় জনতা দীপ্ত রায়ের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে। পুলিশ দীপ্ত রায়কে গ্রেফতার করে। কিন্তু গত ২৩ জুন একদল উত্তেজিত জনতা গড়কাটি এলাকায় দীপ্ত রায়ের বাড়ি, দোকান এবং স্থানীয় একটি মন্দিরে ভাঙচুর চালায়।[১৪৫]

তৃতীয় অধ্যায়:
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

৯৪. বাংলাদেশে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আগ্রাসন ফ্যাসীবাদী শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে টিপাইমুখ বাধঁ তৈরী এবং ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন ঘোষনার কারণে ভারতীয় মদদপুষ্ট শেখ হাসিনার নির্দেশে র‍্যাব সদস্যরা বিএনপি নেতা এবং সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস আলীকে ২০১২ সালে গুম করে এবং পরবর্তীতে তাঁকে হত্যা করে বলে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদ জুলাই আন্দোলনের সময়কার একটি হত্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় জানিয়েছেন।[১৪৬] শুধু ইলিয়াস আলীই ছিলেন না ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর আগ্রাসী আচরণের বিরুদ্ধে যাঁরাই প্রতিবাদ করেছেন বা লেখালেখি করেছেন, তাঁদের অনেককেই গুম করা হয়েছিল এবং যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ফিরে আসতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেককেই "জঙ্গি" সাজিয়ে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা দিয়ে দীর্ঘদিন কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল।[১৪৭]

৯৫. ভারতের মদদপুষ্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর ভারতীয় শাসকগোষ্ঠি অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকে বাংলাদেশের প্রতি চরম বৈরীভাব পোষণ করতে থাকে। তবে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর এটা প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের জনগণ পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের অনুসৃত ভারতের অধীনতামূলক ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি আর কখনোই চায় না।

বিএসএফ কর্তৃক হত্যা-নির্যাতন

৯৬. পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ সীমান্ত হলো বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত; যেখানে প্রতিনিয়তই বেসামরিক ও নিরস্ত্র বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতন ও নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। দুই দেশের সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী কেউ বেআইনীভাবে সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে

[১৪৪] সমকাল, ১৬ মে ২০২৬; https://samakal.com/capital/article/352309/
[১৪৫] সমকাল, ২৪ জুন ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/358744/
[১৪৬] যুগান্তর, ১ এপ্রিল ২০২৬; https://www.jugantor.com/national/1083539
[১৪৭] আমার দেশ, ১৯ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/court-law/amdl86zs71qhu

বেসামরিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু বিএসএফ আন্তর্জাতিক আইন ও সমঝোতা স্মারক লঙ্ঘন করে সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করছে। এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। উসকানিমূলকভাবে সীমান্তে গুলিবর্ষণ করছে।[১৪৮]

৯৭. গত ১ এপ্রিল সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে সাদ্দাম হোসেন (৩২) ও আবু বক্কর সহ তিন ব্যক্তি অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় বিএসএফ সদস্যরা গুলি ছুঁড়লে আবু বক্কর আহত ও সাদ্দাম হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।[১৪৯]

৯৮. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষীয় ইস্যুতে আলোচনার জন্য ভারত সফরে থাকার সময়ই গত ৬ এপ্রিল লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সীমান্তে মিজানুর রহমান মিজান নামে এক বাংলাদেশী কৃষককে তাঁর নিজ জমিতে ভুট্টার পরিচর্যা করার সময় এক বিএসএফ সদস্য গুলি ছুঁড়ে মারত্মক আহত করে। এই ঘটনাকে 'অনাকাঙ্ক্ষিত' দাবি করে বিজিবির কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বিএসএফ।[১৫০] কিন্তু এর একদিন পরই গত ৭ এপ্রিল একই এলাকায় লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম ধবলগুড়ি সীমান্তে বিএসএফ গুলি করে বাংলাদেশী নাগরিক আলী হোসেনকে (৪৯) হত্যা করে।[১৫১] এছাড়া গত ১৬ এপ্রিল ঝিনাইদহের মহেশপুর পলিয়ানপুর সীমান্তে রতি জয়ধর[১৫২], ৮ মে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা সীমান্তে মোরছালিন এবং নবীর হোসেন[১৫৩], ১৪ মে লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় খাদেমুল ইসলাম[১৫৪] এবং ১৩ জুন মৌলভীবাজার জেলার কুলাউরা সীমান্তে মুজিবুর রহমান মুজিব নামে এক বাংলাদেশী যুবককে বিএসএফ গুলি করে হত্যা করে।[১৫৫]

৯৯. বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ১৫০ গজের মধ্যে বাংলাদেশের অনুমতি ছাড়াই বিভিন্ন কার্যক্রম চালানোয় দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়া লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে সেগুলোর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ। এরমধ্যে রয়েছে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের চেষ্টা, সড়ক নির্মাণ বা মেরামত, সীমান্ত পোস্ট বা স্থাপনা নির্মাণ, সেতু, কালভার্ট, বাঁধ বা এ ধরণের প্রতিরক্ষামূলক অবকাঠামো নির্মাণ। ঢাকার পক্ষ থেকে দিল্লিকে জানানো হয়েছে, সীমান্তের ৬৮টি নির্মিত বেড়ায় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম হয়েছে। এইসব অনিয়ম সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত নতুন ৮৬টি স্থানে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ শুরু করা যাবে না।[১৫৬]

১০০. **এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত বিএসএফ'র গুলিতে ০৭ বাংলাদেশী নিহত এবং ০৩ জন আহত হয়েছেন। নিহত ০৭ জনের মধ্যে ০৬ জনকে গুলি করে হত্যা ও ০১ জনকে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ০৩ জনকেই গুলি করে আহত করা হয়েছে।**

---

[১৪৮] নয়াদিগন্ত, ২০ মে ২০২৬; https://dailynayadiganta.com/printed-edition/lO2sylERaW1O
[১৪৯] প্রথম আলো, ৫ এপ্রিল ২০২৬; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=5495020368&eid=1&imageview=0&epedate=05/04/2026&sedId=1
[১৫০] সমকাল, ৭ এপ্রিল ২০২৬; https://samakal.com/whole-country/article/346059/
[১৫১] আমার দেশ, ৯ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/rangpur/amdwllhako0yc
[১৫২] আমার দেশ, ১৭ এপ্রিল ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/dhaka/amdqljdrvi2nm
[১৫৩] আমার দেশ, ৯ মে ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/chattogram/amdapotxdfqoc
[১৫৪] আমার দেশ, ১৫ মে ২০২৬; https://images.dailyamardesh.com/cropped-images/image_sl9_row8_date_15-05-2026_edition_2_page1_947907_791859_updated_watermarked_21598053-c821-4fcd-adfa-12b76dcd546b.jpg;
[১৫৫] আমার দেশ, ১৩ জুন ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/1112902
[১৫৬] প্রথম আলো, ১১ জুন ২০২৬; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=11696579e1c&eid=1&imageview=0&epedate=11/06/2026&sedId=1

অবৈধ পুশইন

১০১. এই তিন মাসে দ্বিপক্ষীয় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ও আন্তর্জাতিক আইন[১৫৭] এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করে ভারতীয় শাসক গোষ্ঠি ভারতের অভ্যন্তর থেকে বাংলাভাষী মুসলমানদের বাংলাদেশে পুশইন (ঠেলে পাঠানো) করার চেষ্টা চালিয়েছে।[১৫৮] কিন্তু সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও স্থানীয় জনগণের প্রতিরোধের মুখে বিএসএফ পুশইন করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। যাঁদের পুশইন করার জন্য সীমান্তে নিয়ে আসা হয়, তাঁদের মধ্যে অনেক শিশু এবং বৃদ্ধ রয়েছেন।[১৫৯] বিএসএফ তাঁদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

বিএসএফের পুশইনের চেষ্টা। আমার দেশ, ৮ জুন ২০২৬

১০২. গত ৩১ মে রাতে বিএসএফ যশোরের বেনাপোল সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার গেট খুলে নারী শিশুসহ ৮-১০ জন ভারতীয় মুসলমানকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করে। বিজিবি এই সময় পুশইনের অপচেষ্টা ঠেকিয়ে দেয়। তখন বাধ্য হয়ে সেই ব্যক্তিরা সীমান্তের শূণ্যরেখায় খোলা আকাশের নিচে মানবেতরভাবে অবস্থান করেন।[১৬০] গত ৪ জুন পুনরায় একসঙ্গে সীমান্তের ১১টি পয়েন্টে ১২৯ জনকে পুশইন করার চেষ্টা করে বিএসএফ।[১৬১]

১০৩. ২০২৫ সালের জুন মাসে বিএসএফ কর্তৃক পুশইনের শিকার হন শিশুসহ ছয় ভারতীয় মুসলমান নাগরিক। এই খবর গণমাধ্যমে প্রচার হলে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের ফেরত নেয়ার নির্দেশনা জারি করে। পরে দুজনকে ফেরত নেয়া হলেও শিশুসহ চার ভারতীয় নাগরিক এখনও বাংলাদেশে আটক আছেন।[১৬২]

আদালতের নির্দেশনা সত্ত্বেও ৪ জনকে নিচ্ছে না ভারত। ছবি: যুগান্তর, ১৯ জুন ২০২৬

---

[১৫৭] Expulsions of aliens in international human rights law, OHCHR Discussion paper, Geneva, September 2006; https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/4bf6813a9.pdf

[158] Human Rights watch Report link; https://www.hrw.org/news/2026/06/16/india-ethnic-bengalis-unlawfully-expelled

[১৫৯] আমার দেশ, ৮ জুন ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/world/india/amd8lrbh4jezx

[১৬০] আমার দেশ, ৬ জুন ২০২৬; https://www.dailyamardesh.com/bangladesh/khulna/amdn1x50tizsy

[১৬১] সমকাল, ৫ জুন ২০২৬; https://samakal.com/bangladesh/article/355233/

[১৬২] যুগান্তর, ১৯ জুন ২০২৬; https://www.jugantor.com/tp-city/1115651

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

সুপারিশসমূহ

১. ছাত্র-জনতার রক্তে রঞ্জিত জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দাবি গণভোটের রায় ও জুলাই জাতীয় সনদ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করে গণতান্ত্রিক পথে দেশকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হতে হবে।

৩. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার কার্যক্রম গতিশীল ও স্বচ্ছ করতে হবে। ভিক্টিম, ক্ষতিগ্রস্তপক্ষ এবং স্বজনহারাদের ন্যায় বিচার ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করে তাঁদের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৪. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং অমানবিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তদন্তের মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

৫. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ এর সংশোধন করতে হবে। সরকারকে নির্যাতনবিরোধী জাতিসংঘ সনদ এবং এর অপশোনাল প্রোটোকল বাস্তবায়নসহ অবিলম্বে জাতীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. বর্তমান সরকার কর্তৃক বাতিলকৃত অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা ২০টি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশের আলোকে সরকারকে আইন প্রণয়ন করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়, পুলিশ কমিশন আইন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করতে হবে।

৭. আন্তর্জাতিক সনদ মোতাবেক গুমের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করে ভিকটিম পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার এবং তাঁদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. সর্বস্তরে মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৯. কারা কর্মকর্তাদের অনিয়ম-অবহেলা-দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কারাবন্দীদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নসহ সমস্ত ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং অসুস্থ বন্দীদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।

১০. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। ধর্ষণকারীসহ নারীদের ওপর সহিংসতাকারীদের বিষয়ে সালিশ করা বন্ধ করতে হবে এবং নারীর বিচার প্রাপ্তির লক্ষ্যে পুলিশকে সঠিকভাবে তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশুর প্রতি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে উচ্চ আদালতের দেয়া নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

১১. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে। কারখানা মালিকদের অবৈধভাবে শ্রমিক ছাঁটাই করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করাসহ অভিবাসী নারী শ্রমিকদের জন্য ২৪ ঘন্টার হটলাইন চালু, সেফ হোম নির্মাণ, বীমা সুবিধাদান ও নিয়োগকর্তা যাঁচাইয়ের মতো সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১২. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক হত্যা, নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। ভারত সরকার কর্তৃক অবৈধ পুশইন বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আধিপত্য এবং আগ্রাসী আচরণ বন্ধ করতে হবে।